রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে ছাত্রী সংগঠনের মেডিক্যাল ক্যাম্প ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল

রাজনীতি নিষিদ্ধ বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হঠাৎই দেখা গেল রাজনৈতিক ছায়া। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ভবনের নিচতলায় আয়োজন করা হয় একদিনের ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প।

আয়োজনটি করেছে ইসলামী ছাত্রী সংস্থা। আর এ নিয়েই শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক ও ক্ষোভ।

ফলে সচেতন শিক্ষকরা প্রশ্ন তুলেছেন– রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক সংগঠনের এমন কর্মসূচি কি কেবল স্বাস্থ্যসেবার আড়ালে ‘রাজনৈতিক উপস্থিতি’ নয়?

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, এ ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ। অথচ বৃহস্পতিবারের এই আয়োজন ঘিরে প্রশ্ন

তুলেছেন শিক্ষার্থীরা। যদি এক সংগঠন এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, তবে অন্য সংগঠনগুলোকে আটকানো হবে কীভাবে? নিষেধাজ্ঞা একসময় অকার্যকর হয়ে পড়বে না তো?

জানা গেছে, মেডিক্যাল ক্যাম্প সকাল ৯টা থেকে শুরু হয়। ক্যাম্পটি শুধু নারী শিক্ষার্থীদের জন্য।

সেখানে ছিল হেলথ চেকআপ কর্নার, গাইনি/প্রজনন স্বাস্থ্য কর্নার এবং মানসিক স্বাস্থ্য কর্নার। চিকিৎসা দিয়েছেন– বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ফরিদা বেগম, পিজিটি বিশেষজ্ঞ মিতানুর রহমান, ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার সানজিদা ইসলাম ইলমী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসক নিপা আক্তার। সঙ্গে ছিল বিনামূল্যে প্রাথমিক ওষুধ সরবরাহ।

সেবা নিতে আসা কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের উদ্যোগ প্রথম।

অনেকেই বিনা খরচে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও পরামর্শ নিতে পেরেছেন।

তবে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে, রাজনীতি নিষিদ্ধ ক্যাম্পাসে এমন আয়োজন আসলে ইসলামী ছাত্রী সংস্থার প্রকাশ্য আত্মপ্রকাশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মেহরাব হোসেন বলেন, এভাবে যদি সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে সক্রিয় হয়, তাহলে কালকে হয়তো

রাজনৈতিক সংঘর্ষও হবে। তখন আর নিষেধাজ্ঞার কোনো মানে থাকবে না।

তবে ছাত্রী সংস্থার নেত্রী মুক্তা ইশরাত সাংবাদিকদের জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে তারা অনুমতির জন্য আবেদন করেছিলেন।

উপাচার্য লিখিত অনুমতি দেননি, তবে মৌখিকভাবে সম্মতি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক রাহাত হোসাইন ফয়সাল বলেন, আমি বিষয়টি জানতাম না। পরে জেনেই ব্যানার সরানোর নির্দেশ দিয়েছি। রাজনৈতিক ব্যানারে কোনো কার্যক্রম ক্যাম্পাসে চলবে না।

উপাচার্য অধ্যাপক তৌফিক আলম বলেন, কিছু শিক্ষার্থী আমার কাছে এসেছিল। তারা বলেছিল ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প করবে। আমি মৌখিকভাবে সম্মতি দিয়েছিলাম। তবে রাজনৈতিক ব্যানারে তারা করবে, সেটা আমি জানতাম না।